

292192 - যে নারী রমযানের কায়া রোয়ার নিয়ত রাত থেকে না করে সকালে করত তার উপর কি করা আবশ্যিকীয়?

প্রশ্ন

আমার বান্ধবী প্রতি বছর রমযানের যে রোযাণ্ডলো ভাঙা পড়ত সেগুলোর কায়া পালন করত। কিন্তু রাত থেকে নিয়ত করত না। অর্থাৎ সে সকালে নিয়ত করত। সে জানত না যে, কায়া রোয়ার নিয়ত রাত থেকে করা ওয়াজিব। এভাবে রোয়া পালনের ভুক্ত কী? তার উপর কি কাফ্ফারা পরিশোধের পাশাপাশি রোযাণ্ডলো পুনরায় রাখতে হবে? নাকি অন্য কিছু?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

সকল আলেমের অভিমত অনুযায়ী আপনার বান্ধবীর রমযানের ভাংতি রোযাণ্ডলোর কায়া পালন সঠিক হয়নি। তাই তার উপর ফরয সেই দিনগুলোর রোয়া পুনরায় রাখা এবং তার উপর কোন কাফ্ফারা ফরয নয়। এই ভুক্ত সর্বশেষ বছরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; যেহেতু সেই বছরের রোয়া কায়া পালন করার সময় এখনও বলবৎ আছে। পক্ষান্তরে, বিগত বছরগুলোর রোয়ার ব্যাপারে কোন কোন আলেম যেমন ইবনে তাইমিয়ার অভিমত হচ্ছে: যেই ব্যক্তি অঙ্গতাবশতঃ কোন একটি ইবাদত ভুলভাবে সম্পাদন করে থাকে এবং ঐ ইবাদতটির সময় পার হয়ে যায় তাহলে সেই ইবাদতটি পুনরায় সম্পাদন করা তার উপর ওয়াজিব নয়। সুতরাং আপনার বান্ধবী যদি এই অভিমতটিকে গ্রহণ করেন তাহলে আশা করি এতে কোন গুনাহ নেই।

প্রিয় উত্তর

প্রত্যেক ফরয রোয়ার জন্য রাত থেকে নিয়ত করা আবশ্যিকীয়। এটি জম্ভুর আলেমের অভিমত। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি ফজরের পূর্ব থেকে রোয়া রাখার নিয়ত পাকাপোক্ত করেনি তার রোয়া নেই।”[সুনানে আবু দাউদ (২৪৫৪), সুনানে তিরমিয়ি (৭৩০), সুনানে নাসাই (২৩৩১)] সুনানে নাসাইর ভাষ্যে রয়েছে: “যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রাত থেকে রোয়া রাখার নিয়তকে সুদৃঢ় করেনি তার রোয়া নেই।”[আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

তিরমিয়ি (রহঃ) হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন: “কোন কোন আলেমের নিকট এ হাদিসটির অর্থ হল: যে ব্যক্তি ফজর উদিত হওয়ার আগে রোয়া রাখার দৃঢ় সংকল্প করেনি, রাত থেকে নিয়ত করেনি; সেটা রমযানের রোয়া হোক কিংবা কায়া রোয়া হোক কিংবা মানতের রোয়া হোক; তার রোয়া জায়েয হবে না।

আর নফল রোয়া হলে সেটার নিয়ত সকালে করলেও জায়েয হবে। এটি শাফেয়ি, আহমাদ ও ইসহাকের অভিমত।”[সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: “যদি ফরয রোয়া হয়; যেমন রমযানের রোয়া বা কায়া রোয়া, মানতের রোয়া, কাফ্ফারার রোয়া; তাহলে রাত থেকে নিয়ত করা আমাদের ইমামের নিকট, মালেক ও শাফেয়ি.... এর নিকট শর্ত। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদিসটি দিয়ে দলিল

পেশ করেন।”[আল-মুগনী (৩/১০৯) থেকে সমাপ্ত]

ইমাম আবু হানিফা এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলেমের সাথে মতভেদ করেছেন। তিনি রোয়ার কিছু প্রকারের ক্ষেত্রে দিনের বেলা থেকে নিয়ত করলে জায়ে হবে বলেছেন। তবে তিনি অধিকাংশ আলেমের সাথে এ ব্যাপারে একমত যে, রম্যানের কায়া রোয়ার নিয়ত রাত থেকে না করলে সে রোয়া শুন্দ হবে না। বরং হানাফী মাযহাবের কোন কোন আলেম এই মর্মে ইজমা উদ্ভৃত করেছেন।

আল-কাসানি আল-হানাফী ‘বাদায়িউস সানায়’ গ্রন্থে (২/৫৮৫) বলেন:

“সকল রোয়ার ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে ফজর উদিত হওয়ার সময় নিয়ত করা; যদি সেটা সম্ভবপর হয় কিংবা রাত থেকে নিয়ত করা...। যদি ফজর উদিত হওয়ার পর নিয়ত করে এবং সে রোয়াটি খণ্ডণীয় হয়; তাহলে ইজমার ভিত্তিতে তা জায়ে হবে না।”[সমাপ্ত]

তিনি ইতিপূর্বে (২/৫৮৪) খণ্ডণীয় রোয়া দ্বারা হানাফী আলেমদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন যে, “তা হচ্ছে: কায়া রোয়া, কাফ্ফারার রোয়া ও সাধারণ মানতের রোয়া।”[সমাপ্ত]

এর সাথে দেখুন: ইবনে আবেদীন-এর ‘রাদুর মুহতার’ (২/৩৮০)।

আরও জানতে পড়ুন: [192428](#) নং প্রশ্নোত্তর।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আপনার বান্ধবী রম্যানের কায়া রোয়ার নিয়ত দিনের বেলা থেকে করায় সকল ইমামের মতে তার রোয়া শুন্দ হয়নি।

তার উপর ফরয হল ঐ দিনগুলোর রোয়া পুনরায় রাখা। তবে তার উপর কোন কাফ্ফারা আবশ্যিক নয়; যেমনটি ইতিপূর্বে 26865 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচিত হয়েছে।

এই ভুকুমটি তার সর্বশেষ বছরের রোয়াগুলোর কায়া পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট; যে রোয়াগুলো পালনের সময় এখনও বাকী আছে। আর আগের বছরগুলোর রোয়ার ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়ার মত কোন কোন আলেমের অভিমত হচ্ছে: অঙ্গতাবশতঃ যে ইবাদত ভুলভাবে সম্পাদন করা হয়েছে এবং এর সময় পার হয়ে গেছে সে ইবাদতটি পুনরায় পালন করতে হবে না।

তাই যদি আপনার বান্ধবী এই অভিমতটিকে গ্রহণ করেন তাহলে আমরা আশা করছি যে, তার কোন গুনাহ হবে না।

আল্লাহত্তে সর্বজ্ঞ।